## ২৪.দরসুল হাদিস; শাহাদাতের সন্ধানে ছুটে চলা; মুমিনের জীবনযাপনের সর্বোত্তম পদ্ধতি

عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ، رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً، أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ، يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ». أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والرباط: (1889)

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুমিনের জীবনের সর্বোত্তম অবস্থা হলো ঐ ব্যক্তির অবস্থা যে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকে (অর্থাৎ পূর্ণ প্রস্তুত থাকে), (শত্রু আগমণের) সংবাদ কিংবা (সাহায্যের আবেদনমূলক) চিৎকার শুনতে পাওয়া মাত্রই সে ঘোড়ার পিঠে উড়ে চলে, সম্ভাব্য (সকল) স্থানে শাহাদাত ও মৃত্যুকে খুঁজে ফেরে, কিংবা ঐ ব্যক্তি যে কোন পাহাড়ের চূড়ায় বা কোন উপত্যকায় কয়েকটি ছাগল নিয়ে বসবাস করে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, এবং মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত করে, সে মানুষের শুধু কল্যাণই সাধণ করে (ক্ষতি করে না) -

সহিহ মুসলিম, ১৮৮৯

হাদিসের ব্যাখায় ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৬৭৬ হি.) বলেন,

المعاش هو العيش، وهو الحياة، وتقديره والله أعلم: «مِن خير أحوال عيشهم: رجل ممسك». قوله صلى الله عليه وسلم: يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه، « يبتغي القتل والموت مظانه» معناه: يسارع على ظهره، وهو متنه، كلما سمع هيعة، وهي الصوت عند حضور العدو، وهى بفتح الهاء وإسكان الياء، والفزعة بإسكان الزاي، وهي النهوض إلى العدو.

ومعنى «يبتغي القتل مظانه» : يطلبه في مواطنه التي يرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة، وفي هذا الحديث فضيلة الجهاد والرباط والحرص على الشهادة. شرح النووي على مسلم: (13/35 ط. دار إحياء التراث العربي: 1392)

... 'সম্ভাব্য স্থানে শাহাদাত ও মৃত্যুকে খুঁজে বেড়ায়' এর অর্থ হলো, শাহাদাতের প্রতি তীব্র আকাঙ্খার কারণে ঐ সব স্থানে শাহাদাতকে খুঁজে বেড়ায় যেখানে শাহাদাতের সম্ভাবনা থাকে। এই হাদিস জিহাদ, রিবাত ও শাহাদাতের আকাঙ্খার ফযিলত প্রমাণ করে। -শরহে মুসলিম, ১৩/৩৫

হাদিসের দ্বিতীয় অংশে যে পাহাড়ের চূড়ায় বা উপত্যকায়

একাকী বসবাস করে ইবাদত বন্দেগী করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, আলেমগণ বলেছেন, এটা ফিতনার সময়ের বিধান, এর দলিল হলো সহিহ বুখারীর এই হাদিস,

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن» صحيح البخاري: (19)

আবু সাইদ খুদরী রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অচিরেই মানুষের উত্তম সম্পদ হবে ছাগলপাল, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় ও বৃষ্টিবর্ষণের স্থানসমূহে বসবাস করবে, দ্বীন রক্ষার্থে সে ফিতনা থেকে পলায়ন করবে। -সহিহ বুখারী, ১৯ (বিস্তারিত দেখুন, ইমাম নববীর শরহে মুসলিম ১৩/৩৪ দারু ইহইয়াউত তুরাস, ফাতহুল বারী, 6/6-7 দারুল ফিকর, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ৩/৩৪৭ দারু ইহইয়াউত তুরাস)

আর স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের সাথে মিলে থাকা, বিশেষকরে জিহাদের উদ্দেশ্যে লোকালয়ে থাকা একাকী পাহাড়-উপত্যকায় থেকে ইবাদত করার চেয়ে অনেক উত্তম, একসাহাবী একটি পাহাড়ের শৃঙ্গের পাশ দিয়ে অতিক্রম

করেন, যাতে একটি ছোট্ট সুন্দর ঝর্ণা ছিল, জায়গাটি সাহাবীর বেশ পছন্দ হয়, তিনি ভাবেন, যদি আমি মানুষের থেকে পৃথক হয়ে এই পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান করি তাহলে কতই না উত্তম হয়, তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস না করে আমি কখনোই তা করবো না। পরে তিনি রাসূলের নিকট এ বিষয়টি উপস্থাপন করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

لاَ تَفْعَلْ، فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا، أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الجَنَّةَ، اغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ.أخرجه أحمد: (10785) والترمذي: (2382) والحاكم: (1650) وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي، وقال الشيخ شعيب في تحقيقه لمسند أحمد: (إسناده حسن)

তুমি এটা করো না, কেননা আল্লাহর রাস্তায় একমূহুর্ত অবস্থান করা ঘরে বসে সত্তর বছর ইবাদত করার চেয়েও উত্তম, তোমরা কি চাওনা না আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন, তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন? আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো, **যে আল্লাহর পথে একমূহুর্ত যুদ্ধ করবে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে।**-সুনানে তিরমিযি, ১৬৫০, মুসনাদে আহমদ, ৯৬৭২ ইমাম তিরমিযি ও শায়েখ শুয়াইব আরনাউত হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

এখানে প্রসঙ্গত ফিতনা কাকে বলে তাও স্পষ্ট করা দরকার, অনেকে জিহাদকেই ফিতনা মনে করে, বিশেষকরে নুসাইরী, শিয়া, ও মুরতাদ-ইসলামবিদ্বেষী সরকারের বিপক্ষে যুদ্ধকেই ফিতনা মনে করে নিরপেক্ষ হয়ে বসে থাকে, কিন্তু ফিতনা কাকে বলে এই বিষয়ে ইসলামে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে, ফিতনা সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞানী সাহাবী হলেন হুযাইফা রাযিআল্লাহু আনহু, তিনি নিজেই বলেন, ‘মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কল্যাণকর বিষয়াদী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো, আর আমি তাকে অকল্যাণ (ফিতনা-ফাসাদ ইত্যাদি) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম, যেন আমি এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে পারি’, (সহিহ বুখারী, ৩৬০৬ সহিহ মুসলিম, ১৮৪৭) সাহাবায়ে কেরামও তাকে ফিতনা বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি দিতেন, (সহিহ বুখারী, ৫২৫ সহিহ মুসলিম, ১৪৪) তো এই মহান সাহাবী হুযাইফা রাযিআল্লাহু আনহু সুস্পষ্ট রুপে বলেছেন, ‘ফিতনা হলো যখন হক-বাতিল অস্পষ্ট হয়ে যায়’, অর্থাৎ যদি কখনো এমন হয় যে, কোন পক্ষ হক আর কোন পক্ষ বাতিল তা নির্ধারণ করা না যায় তখন শরিয়ত আমাদের কোনো পক্ষ অবলম্বন করতে নিষেধ করেছে, কিন্তু যেখানে এক পক্ষ কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করছে, আর অপর পক্ষ গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা কিংবা বহাল

রাখার জন্য যুদ্ধ করছে সেক্ষেত্রে শরিয়ত আমাদের কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যারা লড়াই করছে তাদের পক্ষে যোগদানের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, এ বিষয়ে হুযাইফা ও সালমান রাযিআল্লাহু আনহুমা, এবং কাবে আহবার রহিমাহুল্লাহু থেকে নিম্নে বর্ণিত আছারগুলো লক্ষ্য করুন,

« لَمَّا قَدِمَ حُذَيْفَةُ عَلَى جُوخَا أَتَى أَبَا مَسْعُودٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: مَا شَأْنُ سَيْفِكَ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ: أَمَّرَنِي عُثْمَان عَلَى جُوخَا، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَتَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ فِتْنَةً، أَمَا تَعْرِفُ :حِينَ طَرَدَ النَّاسُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ دِينَك يَا أَبَا مَسْعُودٍ، قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّك الْفِتْنَةُ مَا عَرَفْتَ دِينَك، إنَّمَا الْفِتْنَةُ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْك الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ فَلَمْ تَدْرِ أَيَّهُمَا تَتَّبِعُ، فَتِلْكَ الْفِتْنَةُ». أخرجه ابن أبي شيبة: 38447

হুযাইফা রাযি. যখন জুখার গভর্ণর হয়ে আসেন তখন আবু মাসউদ রাযি. তাকে সালাম জানানোর জন্য আসেন, আবু মাসউদ বলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ আপনার সাথে তরবারী কেন? হুযাইফা রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, উসমান রাযি. আমাকে জুখার গভর্ণর বানিয়েছেন। আবু মাসউদ রাযিআল্লাহু আনহু বললেন, এই যে লোকেরা (সাবেক গভর্ণর) সাইদ বিন আসকে তাড়িয়ে দিল এ কারণে কি আপনি কোন ফিতনা হওয়ার আশংকা করছেন? হুযাইফা

রাযিআল্লাহু আনহু বললেন, হে আবু মাসউদ, আপনি কি আপনার দ্বীন সম্পর্কে অবগত নন? আবু মাসউদ বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। হুযাইফা রাযিআল্লাহু আনহু বললেন, যতদিন আপনি আপনার দ্বীনের ব্যাপারে অবগত থাকবেন, ততদিন ফিতনা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। *ফিতনা তো হলো যখন হক-বাতিল অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে আপনি কি করবেন, কোন পক্ষে যাবেন তা নির্ধারণ করতে পারবেন না।* -মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ৩৮৪৪৭ এ আছারটি হাফেয ইবনে হাযারও ফাতহুল বারীতে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন, দেখুন ফাতহুল বারী, ১৩/৪৯ দারুল ফিকর।

عَن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «قَالَ سَلْمَانُ لِزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا اقْتَتَلَ الْقُرْآنُ وَالسُّلْطَانُ؟ قَالَ: إِذًا أَكُونُ مَعَ الْقُرْآنِ، قَالَ: نِعْمَ الزُّوَيْدُ: إِذًا أَنْتَ». أخرجه ابن أبي شيبة (30926)

তারেক বিন শিহাব বলেন, ***সালমান রাযিআল্লাহু আনহু যায়েদ বিন সুহানকে জিজ্ঞেস করলেন, যখন কুরআনের অনুসারী ও শাসকের মধ্যে যুদ্ধ হবে তখন তুমি কি করবে, যায়েদ বললেন, আমি কুরআনের অনুসারীদের পক্ষ অবলম্বন করবো, সালমান রাযিআল্লাহু আনহু (খুশি হয়ে) বললেন, তাহলে তুমি কতই না উত্তম যায়েদ হবে।***-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ৩০৯২৬

عَن كَعْبٍ، قَالَ: «يَقْتَتِلُ الْقُرْآنُ وَالسُّلْطَانُ قَالَ: فَيَطَأُ السُّلْطَانُ عَلَى صِمَاخِ الْقُرْآنِ فَلأْيًا بِلأْيٍ، وَلأْيًا بِلأيٍ، مَا تَنْفَلِتُنَّ مِنْهُ». أخرجه ابن أبي شيبة: (30927) وأبو عبيد في فضائل القرآن: (132)

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার টিকায় শায়েখ আওয়ামা বলেন,

والمعنى - والله أعلم سيكون اقتتال بين أهل القرآن والسلطان، وتكون الغلبة لأهل القرآن، وتكون شدَّةً بشدةٍ، قلَّ ما تنفلتن وتنجون منها. (تعليق الشيخ عوامه على المصنف : 15/562 ط. دار القبلة)

**উল্লিখিত আছরটির অর্থ হলো, অচিরেই কুরআনের অনুসারী ও বাদশার অনুসারীদের মধ্যে যুদ্ধ হবে, এবং কুরআনের অনুসারীদেরই বিজয় হবে। তবে হবে যুদ্ধ ঘোরতর, তোমাদের কম লোকই তার ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাবে। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ১৫/৫৬২**

*বস্তুত, নামায কায়েম না করা এবং কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে মানবরচিত আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করা, শাসকের বিপক্ষে বিদ্রোহ ওয়াজিব হওয়ার স্বতন্ত্র ক্ষেত্র, চাই এসব কাজের কারণে শাসককে মুরতাদ বলা হোক বা না হোক, বরং অনেক আলেমগণ এসব ক্ষেত্রে শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ*

*করে তাকে অপসারিত করা উম্মতের ইজমায়ী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওয়াজিব বলে দাবী করেছেন,* এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ এবং আলেমদের বক্তব্য সহ বিস্তারিত ফতোয়া তৈরীর কাজ করছি, ভাইদের কাছে দোয়ার দরখাস্ত রইল, আল্লাহ তায়ালা যেন দ্রুততম সময়ে কাজটি সুসম্পন্ন করার তাওফিক দান করেন।

## ২৫.দরসুল হাদিস; জিহাদ; ইমানের পরে সর্বোত্তম আমল

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور».
صحيح البخاري: (26) صحيح مسلم: (83)

আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, সর্বোত্তম আমল কোনটি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ইমান আনা। প্রশ্ন করা হলো, এরপর কোনটি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। প্রশ্ন করা হলো, এরপর কোনটি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন, হজ্জে মাবরুর (মকবুল হজ্জ) -সহিহ বুখারী, ২৬ সহিহ মুসলিম, ৮৩

عن أبي ذر، قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالله والجهاد في سبيله». صحيح البخاري: (2518) صحيح مسلم: (84)

আবু যর রাযিআল্লাহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, সর্বোত্তম আমল কোনটি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর প্রতি ইমান আনা এবং তার পথে জিহাদ করা। -সহিহ বুখারী, ২৫১৮ সহিহ মুসলিম, ৮৪

আবু সাইদ খুদরী রাযিআল্লাহু আনহু বলেন,

قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله». صحيح البخاري: (2786) صحيح مسلم: (1888)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়, হে আল্লাহর রাসুল, সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ মুমিন যে নিজের জানমাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। -সহিহ বুখারী, ২৭৮৬

সহিহ মুসলিম, ১৮৮৮

আবু হুরাইরা রাযি. বলেন,

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد؟ قال: «لا أجده» قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟»، قال: ومن يستطيع ذلك؟، قال أبو هريرة: «إن فرس المجاهد ليستن في طوله، فيكتب له حسنات». صحيح البخاري: (2785) صحيح مسلم: (1878)

একব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমাকে এমন কোন আমলের কথা বলে দিন যা জিহাদের সমতূল্য, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তো এমন কোন আমল দেখতে পাচ্ছি না। তুমি কি পারবে, মুজাহিদ জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হলে তুমি মসজিদে প্রবেশ করে অনবরত নামায পড়তে থাকবে, ক্লান্ত হবে না। প্রতিদিন রোযা রাখবে, রোযা ভাঙ্গবে না। প্রশ্নকারী বললেন, এটা কেই বা পারবে? আবু হুরাইরা বলেন, মুজাহিদের ঘোড়া রশিতে বাধা অবস্থায় বিচরণ করলেও মুজাহিদের জন্য সওয়াব লিখা হয়। -সহিহ বুখারী, ২৭৮৫, সহিহ মুসলিম, ১৮৭৮

হাফেয ইবনে হাযার বলেন,

وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهد في سبيل الله تقتضي أن لا يعدل الجهاد شيء من الأعمال. فتح الباري: 6/5 ط. دار الفكر)

এটি মুজাহিদের জন্য সুস্পষ্ট ফযিলত, যা প্রমাণ করে কোন আমলই জিহাদের সমতূল্য নয়। -ফাতহুল বারী, ৬/৫

উপরোক্ত হাদিসসমূহ থেকে সুস্পষ্ট যে, ইমানের পরে সর্বোত্তম আমল হলো আল্লাহর পথে জিহাদ, উলামায়ে কেরাম বলেন, হাদিস মূলত কুরআনের ব্যাখা, এবং হাদিসের সব বিষয়ই ইশারা-ইঙ্গিতে হলেও কুরআনে আছে (দেখুন, আসসুন্নাহ ও মাকানাতুহা, মুস্তফা সিবায়ী, ১/৩৮৬ আলমাকতাবুল ইসলামী) এ দৃষ্টিকোন থেকে আমরা বলতে পারি এ হাদিসসমূহ আল্লাহর তায়ালার নিম্মোক্ত বাণী থেকেই সংগ্রহীত,

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (التوبة: 19)

তোমরা কি হাজিদের পানি পান করানো এবং মসজিদে হারাম আবাদ করাকে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ইমান

আনা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার সমতূল্য মনে করো? তারা তো আল্লাহর তায়ালার নিকট সমান নয়। আল্লাহ তায়ালা জালেমদের হেদায়াত দান করেন না। যারা ইমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জানমাল দিয়ে জিহাদ করেছে তারা আল্লাহর তায়ালার নিকট উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, এবং তারাই তো সফলকাম। -সুরা তাওবা, ১৯-২০

এ আয়াতের শানে নুযুলে ইমাম মুসলিম নোমান বিন বাশির রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণণা করেন,

كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: « ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، فزجرهم عمر، وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل: { أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر} الآية إلى آخرها. (1879)

আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারের নিকট বসা ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি বলে উঠলো, ইসলাম আনার পর হাজিদের পানি পান করানো ব্যতীত অন্য কোন

আমল না করলেও আমার কোন পরোয়া নেই, আরেকজন বললো, ইসলাম আনার পর মসজিদুল হারাম আবাদ করা ব্যতীত অন্য কোন আমল না করলেও আমার কোন পরোয়া নেই। তৃতীয় একব্যক্তি বললো, তোমরা যে আমলগুলোর কথা বলছো তার চেয়ে জিহাদ উত্তম, উমর রাযিআল্লাহু আনহু তাদের ধমক দিয়ে বললেন, তোমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারের নিকট উচ্চস্বরে কথা বলো না, বরং জুমুআর নামাযের পর আমি রাসুলের নিকট তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছো সেই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবো। তখন আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন, 'তোমরা কি হাজিদের পানি পান করানো এবং মসজিদে হারাম আবাদ করাকে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ইমান আনা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার সমতূল্য মনে করো? (সুরা তাওবা, আয়াত, ১৯) -সহিহ মুসলিম, ১৮৭৯

মসজিদুল হারাম আবাদ করা দ্বারা তাতে ইবাদত বন্দেগী করা এবং তার নির্মানকাজ করা উভয়টিই উদ্দেশ্য, (দেখুন, আহকামুল কুরআন, ইমাম জাসসাস, ১/৭৫ দারু ইহয়াউত তুরাস, তাফসীরে সা'দী, পৃ: ৩৩১ মুয়াসসাসাতুল রিসালা) সুতরাং আয়াত থেকে স্পষ্ট যে নফল হজ্জে গিয়ে মসজিদুল হারামে ইবাদত বন্দেগী করার চেয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাই উত্তম, এজন্যই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ইমানের পর জিহাদকে সর্বোত্তম আমল বলেছেন এবং হজকে তৃতীয় স্তরে রেখেছেন।

বরং শাইখুত তাফসীর শাইখ আহমদ আলী লাহোরী বলেন, এ আয়াতে তাদের অযুহাত খন্ডন করা হয়েছে, যারা মসজিদ (ও খানকায়) বসে বসে ইবাদত ও যিকির করার বাহানায় জিহাদ থেকে বিরত থাকে। -ফাতহুল জাওয়াদ, ২/৪৩১

*জিহাদের ফযিলত সম্বলিত এ ধরণের অসংখ্য আয়াত ও হাদিসের কারণে সাহাবায়ে কেরামও জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে করতেন, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রাযিআল্লাহু আনহা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন,*

يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: «لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور».

হে আল্লাহর রাসূল আমরা জানি জিহাদ সর্বোত্তম আমল, আমরা কি জিহাদ করবো না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হলো হজ্জে মাবরূর, (মকবুল হজ) –সহিহ বুখারী, ১৫২০

সুনানে নাসায়ীর বর্ণণায় আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহার প্রশ্নটি এভাবে এসেছে,

إني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. (سنن النسائي: 2628)

আমি তো কুরআনে জিহাদের চেয়ে উত্তম কোন আমল দেখছি না ...। -সুনানে নাসায়ী, ২৬২৮

উল্লেখিত হাদিসটির ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৮৫২ হি.) বলেন,

أي نعتقد ونعلم، وذلك لكثرة ما يسمع من فضائله في الكتاب والسنة، وقد رواه جرير عن صهيب عند النسائي بلفظ: «فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد». اختلف في ضبط (لكن) فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة، قال القابسي وهو الذي تميل إليه نفسي، وفي رواية الحموي لكن بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك، والأول أكثر فائدة، لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج، وعلى جواب سؤالها عن الجهاد. (فتح الباري: 3/382 ط. دار الفكر)

অর্থাৎ আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, (জিহাদ সর্বোত্তম আমল) কেননা কুরআন-সুন্নাহয় এর অসংখ্য ফযিলত এসেছে। ... অধিকাংশ বর্ণণায় لكن শব্দের কাফ অক্ষরে পেশ এসেছে (অর্থাৎ لِكُنَّ তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ) ....

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟» قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء». صحيح البخاري: (969)

জিলহজ মাসের প্রথম দশদিনে আমল করা অন্য কোন দিনে আমল করার সমতূল্য নয়। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, (অন্য দিনগুলিতে) জিহাদ করাও কি এই দশদিনে আমল করার সমতূল্য নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, জিহাদও নয়, তবে যে ব্যক্তি নিজের জানমালের ঝুকি নিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করে এবং জানমাল কোন কিছুই না নিয়েই ফিরে আসে (সেই ব্যক্তির আমল জিলহজের আমলের চেয়েও উত্তম) । -সহিহ বুখারী, ৯৬৯

হাফেয ইবনে হাযার বলেন,

ودل سؤالهم هذا على تقرر أفضلية الجهاد عندهم. (فتح الباري: 2/460)

*সাহাবীদের এই প্রশ্ন প্রমাণ করে তাদের নিকট জিহাদ*

*সর্বোত্তম হওয়ার বিষয়টি সুবিদিত ছিল। -ফাতহুল বারী, ২/৪৬০*

ইমাম ইবনে কুদামা আলামাকদিসী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৬২০ হি.) তার বিখ্যাত ফিকহগ্রন্থ আলমুগনীতে বলেন,

قال الأثرم: قال أحمد: لا نعلم شيئا من أبواب البر أفضل من السبيل. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله، وذكر له أمر العدو؟ فجعل يبكي، ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه. وقال عنه غيره: ليس يعدل لقاء العدو شيء. ومباشرة القتال بنفسه أفضل الأعمال، والذين يقاتلون العدو، هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم، فأي عمل أفضل منه، الناس آمنون وهم خائفون، قد بذلوا مهج أنفسهم.

আছরম বলেন, ইমাম আহমদ বলেন, জিহাদের চেয়ে উত্তম কোন নেকআমল আছে বলে আমার জানা নেই। ফযল বিন যিয়াদ বলেন, ইমাম আহমদের নিকট শত্রুর আলোচনা করা হলে তিনি কেদে ফেলেন এবং বলেন জিহাদের চেয়ে উত্তম কোন নেক আমল নেই, ইমাম আহমদের আরেকজন ছাত্র তার থেকে বর্ণণা করেন, শত্রুর মোকাবেলার সমতূল্য কোন ইবাদত নেই, স্বশরীরে যুদ্ধে অংশ্রগহণ করা সর্বোত্তম আমল, যারা শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে তারাই ইসলামের প্রতিরক্ষা করে, সুতরাং জিহাদে চেয়ে উত্তম আমল আর কি হতে

পারে? মানুষ নিরাপদে থাকে, অথচ মুজাহিদরা ভীতসন্ত্রস্ত থাকে, নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে।
এরপর ইবনে কুদামা জিহাদের ফযীলতে কিছু হাদিস উল্লেখ করার পরে বলেন,

ولأن الجهاد بذل المهجة والمال، ونفعه يعم المسلمين كلهم، صغيرهم وكبيرهم، قويهم وضعيفهم، ذكرهم وأنثاهم، وغيره لا يساويه في نفعه وخطره، فلا يساويه في فضله وأجره.
(المغني: 9/199 ط. مكتبة القاهرة)

তাছাড়া জিহাদে জানমাল ব্যয় করতে হয় এবং জিহাদের ফায়েদা ছোট-বড়, দূর্বল-সবল, পুরুষ-মহিলা, সকল মুসলিম ভোগ করে, অন্য কোন আমল উপকারীতা ও ঝুঁকির ক্ষেত্রে জিহাদের সমান নয়, সুতরাং ফযিলত ও সওয়াবের ক্ষেত্রেও তা জিহাদের সমতূল্য হবে না (কেননা হাদিসে এসেছে, সওয়াব পরিমাণ নির্ধারিত হয় ইবাদত আদায়ে কষ্ট-ক্লেশের পরিমাণ অনুপাতে, সহিহ বুখারী, ১৭৮৬ সহিহ মুসলিম, ১২১১)। -আলমুগনী, ৯/১৯৯

সহিহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৬৫৬ হি.) বলেন,

وقد حصل من مجموع هذه الأحاديث: أن الجهاد أفضل من جميع العبادات العملية، ولا شك في هذا عند تعيينه على كل

مكلف يقدر عليه، كما كان في أوّل الإسلام، وكما قد تعيَّن في هذه الأزمان؛ إذ قد استولى على المسلمين أهل الكفر والطغيان، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 3/712 ط. دار ابن كثير 1417 هـ )

এই সকল হাদিস থেকে বুঝা যায়, জিহাদ সকল আমলী ইবাদাতের চেয়ে উত্তম, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সুরতে জিহাদই সর্বোত্তম আমল, যেমন ইসলামের সূচনালগ্নে জিহাদ ফরযে আইন ছিল, এবং বর্তমান যমানায়ও জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেছে, যেহেতু মুসলিমদের উপর কাফেররা প্রভাব বিস্তার করেছে। - আলমুফহিম, ৩/৭১২

আল্লাহ তায়ালা ইমাম কুরতুবীর উপর লাখো রহমত বর্ষণ করুন, তিনি সপ্তম হিজরীতেই কাফেরদের গলাবা ও বিজয়ের কারণে জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন। অথচ তখন কাফেররা অল্প কিছু মুসলিম ভূমিই দখল করতে পেরেছিল। হায়, তিনি যদি আজকের অবস্থা দেখতেন, যখন পৃথিবীর সব মুসলিম ভূমিই কাফেরদের অধীন, মুসলিম ভূমিগুলোর দালাল শাসকেরা কাফেরদের আজ্ঞাবহ, তাহলে না জানি তিনি কি ফতোয়ায়ই দিতেন।

## ২৬.দরসুল হাদিস; জিহাদ পরিত্যাগের শাস্তি; লাঞ্চনা ও যিল্লতি

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ، قَالَ: وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الحَرْثِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الذُّلَّ». صحيح البخاري: 2321

আবু উমামা বাহেলী রাযিআল্লাহু আনহু একদিন লাঙ্গল ও চাষাবাদের কিছু যন্ত্রপাতি দেখতে পান, তখন তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে জাতির ঘরেই এই জিনিষগুলো প্রবেশ করে তাদেরকেই আল্লাহ তায়ালা লাঞ্চিত করেন। -সহিহ বুখারী, ২৩২১।

ইমাম সারাখসী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৪৮৩ হি.) বলেন,

المراد أن المسلمين إذا اشتغلوا بالزراعة واتبعوا أذناب البقر وقعدوا عن الجهاد كر عليهم عدوهم فجعلوهم أذلة. ( المبسوط: 10/83) ط. دار المعرفة

হাদিসের অর্থ হলো যখন মুসলিমরা চাষাবাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, গাভীর লেজের পেছনে পড়ে থাকবে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন শত্রুরা তাদের উপর আক্রমণ করবে এবং তাদের লাঞ্চিত-অপদস্থ করবে। -মাবসুতে সারাখসী,

১০/৮৩

ইমাম ইবনুল হুমাম রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৮৬১ হি.) ও হেদায়ার শরাহ ফাতহুল কাদীরে হাদিসের এই ব্যাখাই করেছেন, তিনি বলেন,

ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه ) الخراج لما قلنا)، وقد صح أن الصحابة اشتروا أراضي الخراج وكانوا يؤدون خراجها، فدل على جواز الشراء، وأخذ الخراج، وأدائه للمسلم من غير كراهة) ... لا كما يقول بعض المتقشفة - رحمه الله - عليهم ورحمنا بهم من كراهة ذلك؛ لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - رأى شيئا من آلات الحراثة فقال: ما دخل هذا بيت قوم إلا ذلوا». ظنا منهم أن الذل بالتزام الخراج، وليس كذلك، بل المراد أن المسلمين إذا اشتغلوا بالزراعة واتبعوا أذناب البقر قعدوا عن الغزو فكر عليهم عدوهم فجعلوهم أذلة. (فتح القدير: 6/40 ط دار الفكر)

মুসলিমের জন্য যিম্মীর জমি ক্রয় করা জায়েয এবং মুসলিম তা ক্রয় করলে তার কাছে কর উসুল করা হবে, কেননা সাহাবায়ে কেরাম যিম্মীদের জমি ক্রয় করেছেন এবং তারা এর করও আদায় করতেন, ... কিছু যাহেদ-সূফী কর আদায় করা মাকরুহ বলেন, তাদের ধারণা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হাদিসে চাষাবাদকে লাঞ্চনার কারণ বলেছেন, এখানে লাঞ্চনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কর আদায়

করা, কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়, বরং হাদিসের উদ্দেশ্য হলো যখন মুসলিমরা চাষাবাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, গাভীর লেজের পেছনে পড়ে থাকবে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন শত্রুরা তাদের উপর আক্রমণ করবে এবং তাদের লাঞ্চিত-অপদস্থ করবে। ফাতহুল কাদীর, ৬/৪০

মোল্লা আলী কারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ১০১৪ হি.) বলেন,

ظاهر هذا الحديث أن الزراعة تورث المذلة، وليس كذلك لأن الزراعة مستحبة لأن فيها نفعا للناس، بل إنما قال ذلك لئلا يشتغل الصحابة بالعمارات وبترك الجهاد فيغلب عليهم الكفار. وأي ذل أشد من ذلك. (مرقاة المفاتيح: 5/1989 ط. دار الفكر: 1422)

হাদিসের বাহ্যিক বিবরণ থেকে বুঝা যায়, চাষাবাদ লাঞ্ছনার কারণ, কিন্তু বিষয়টি এমন নয়, কেননা চাষাবাদের দ্বারা মানুষের উপকার হয়, তাই তা মুস্তাহাব, বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেছেন, যেন সাহাবায়ে কেরাম চাষাবাদে লিপ্ত হয়ে জিহাদ পরিত্যাগ না করেন, অন্যথায় কাফেররা তাদের উপর বিজয়ী হয়ে যাবে, আর এর চেয়ে বড় যিল্লতি আর কি হতে পারে?। - মিরকাতুল মাফাতীহ, ৫/১৯৮৯

সারাখসী রহিমাহুল্লাহ মাবসূত গ্রন্থে (৩০/২৫৯) হাদিসের এই ব্যাখার সমর্থণে ইবনে উমর রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নিম্মোক্ত হাদিসটি পেশ করেন,

إذا تبايعتُم بالعِينَةِ، وأخذتم أذنابَ البقرِ، ورضيتُم بالزَّرْعِ، وتركتُم الجهادَ، سَلَّطَ اللهُ عليكم ذُلاًّ لا ينزِعُه حتى تَرجِعُوا إلى دينكم.

أخرجه أحمد (4825) وأبو داود: (3462) وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد: (4/414 ط. دار الحديث) : إسناده صحيح. وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (1/42 ط. مكتبة المعارف) : (حديث صحيح لمجموع طرقه) وحَسَّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على سنن أبي داود: (5/333 ط. دار الرسالة العالمية))

যখন তোমরা বাইয়ে ঈনা (একপ্রকার নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়) করবে, গাভীর লেজ ধরে (হালচাষে) ব্যস্ত থাকবে, চাষাবাদ নিয়েই তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর লাঞ্চনা চাপিয়ে দিবেন, এবং তোমরা দ্বীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত লাঞ্চনা হতে মুক্তি দিবেন না। -সুনানে আবু দাউদ, ৩৪৬২ মুসনাদে আহমদ, ৪৮২৫ শায়েখ আহমদ শাকের ও শায়েখ আলবানী হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন, শায়েখ শুয়াইব আরনাউত হাসান বলেছেন, (দেখুন, মুসনাদে আহমদ, তাহকীক, শায়েখ আহমদ শাকের,

৪/৪১৪; আসসিলসিলাতুস সহিহাহ, ১/৪২; সুনানে আবু দাউদ, তাহকীক, শায়েখ শুয়াইব আরনাউত, ৫/৩৩৩)

**আকাবিরে দেওবন্দের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব শায়েখ খলিল আহমদ সাহারানপুরী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ১৩৪৬ হি.) ইবনে উমর রাযিআল্লাহু আনহুর হাদিসের ব্যাখায় বলেন,**

**وأخذتم أذناب البقر) يريد به اشتغالهم بالزرع عن الجهاد ) (ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه) أي: الذل (حتى ترجعوا إلى دينكم) أي: اعملوا على شريعة الإسلام، وجاهدوا في سبيل الله. (11/180 ط. مركز الشيخ أبي الحسن الندوي: 1427 هـ)**

‘গাভীর লেজ ধরে থাকবে’ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জিহাদ পরিত্যাগ করে চাষাবাদে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।
‘তোমরা দ্বীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত লাঞ্ছনা হতে মুক্তি দিবেন না’ অর্থাৎ যতদিন না তোমরা শরিয়ত অনুযায়ী আমল করছো এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করছো ততদিন পর্যন্ত তিনি তোমাদেরকে লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার করবেন না।
-বজলুল মাজহুদ, ১১/১৮০

খেলাফতের দ্বায়িত্ব লাভের পর প্রদত্ত সর্বপ্রথম ভাষণে আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন,

لَا يَدعُ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِى سَبِيلِ الله إِلَّا ضَرَبَهُمْ الله بالذُّلِّ، وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِى قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا عَمَّهُمُ الله بِالْبَلَاءِ. رواه ابن إسحاق في السيرة، قال: وحدثني الزهري، قال: حدثني أنس بن مالك، قال: لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر على المنبر، (ص: 718 ط. دار الكتب العلمية) وقال ابن كثير في البداية والنهاية (5/248 ط. دار الفكر): وهذا إسناد صحيح.

যে জাতিই জিহাদ পরিত্যাগ করে আল্লাহ তায়ালা তাদের উপরই লাঞ্চনা চাপিয়ে দেন, আর যে জাতির মাঝেই অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহ তাদের (নেককার ও বদকার সবাইকেই) ব্যাপকভাবে শাস্তি দেন। - সীরাতে ইবনে ইসহাক, পৃ: ৭১৮, ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৭৭৪ হি.) আলবিদায়া ওয়াননিহায়াতে (৫/২৪৮) এই হাদিসটির সনদকে সহিহ বলেছেন।

জিহাদ পরিত্যাগের উপর কুরআন শরিফের একাধিক আয়াতেও শাস্তির ধমকী এসেছে, ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا

أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24)

যদি তোমাদের পিতা-পুত্র, ভাই-স্ত্রী ও (অন্যান্য) আত্মীয়স্বজন, তোমাদের উপার্জিত সম্পদ, এবং ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশংকা তোমরা করো, এবং তোমাদের পছন্দের বাসস্থান তোমাদের নিকট আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে পছন্দনীয় হয় তাহলে তোমরা অপেক্ষা করো, যতক্ষণ না তিনি তোমাদের ব্যাপারে ফায়সালা করেন, আল্লাহ তায়ালা ফাসেকদের হেদায়াত দান করেন না। সূরা তাওবা, আয়াত, ২৪

আয়াতের ব্যখ্যায় ইমাম ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ বলেন,

فتربصوا) أي: فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم؛ ( ولهذا قال: (حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين)
وروى الإمام أحمد، وأبو داود -واللفظ له -من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني، عن عطاء الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.
وروى الإمام أحمد أيضا عن يزيد بن هارون، عن أبي جناب، عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله ابن عمرو عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، وهذا شاهد للذي قبله، والله أعلم. (تفسير القرآن العظيم: 4/124 ط. دار طيبة: 1420 ه)

অর্থাৎ 'তোমরা শাস্তির অপেক্ষা করো', এরপর তিনি উপরে বর্ণিত ইবনে উমর রাযিআল্লাহু আনহুর হাদিস 'যখন তোমরা বাইয়ে ঈনা করবে ...' বর্ণণা করেন, যা প্রমাণ করে এখানে আল্লাহ তায়ালার বাণী 'তোমাদের ব্যাপারে ফায়সালা' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাফেরদের নিকট পরাজয় ও লাঞ্চনা-যিল্লতি। (দেখুন, তাফসীর ইবনে কাসীর, ৪/১২৪)

গত শতাব্দীর বরেণ্য আলেম আবু যুহরা মিসরী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ১৩৯৪ হি.) বলেন,

( فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ) أي ترقبوا، حتى تنزل المذلة إن استرخيتم تحت ظل النعيم. (زهرة التفاسير: 6/3263 ط. دار الفكر العربي)

অর্থাৎ যদি তোমরা (জিহাদ ছেড়ে দিয়ে) আরাম আয়েশে থাকতেই পছন্দ করো, তাহলে যিল্লতি ও লাঞ্চনার শিকার হওয়ার অপেক্ষা করো। (যুহরাতুত তাফাসীর, ৬/৩২৬৩)

অন্য আয়াতে এসেছে,

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

যদি তোমরা জিহাদে বের না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতি নিয়ে আসবেন। তোমরা তার কোনই ক্ষতিই করতে পারবে না। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম । -সূরা তাওবা, আয়াত, ৯

ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৬৭১ হি.) বলেন,

قال ابن العربي: العذاب الأليم هو في الدنيا باستيلاء العدو وبالنار في الآخرة. (تفسير القرطبي: 8/142 ط. دار الكتب المصرية: 1384هـ)

ইবনুল আরবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে দুনিয়াতে কাফেররা (মুসলিমদের উপর) চড়াও হওয়া এবং আখেরাতে আগুণের দ্বারা। -তাফসীরে কুরতুবী, ৮/১৪২

আল্লামা শানকীতী রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ১৩৯৩ হি.) বলেন,

الظاهرُ أن هذا العذابَ شاملٌ لعذابِ الدنيا {يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} وعذابِ الآخرةِ، لأن التكاسلَ عن مقاومةِ الأعداءِ في دارِ الدنيا من أسبابِ عذابِ الدنيا؛ لأنه يُضْعِفُ المسلمينَ ويقوي أعداءَهم فيُهينونهم في قعرِ بيوتِهم كما هو واقعٌ الآنَ؛ لأن المسلمينَ، أو

من يتسمونَ باسمِ المسلمينَ معذبونَ في أقطارِ الدنيا من جهةِ الكفرةِ، يضطهدونَهم، ويظلمونَهم، ويقتلونَهم، ويتحكمونَ في خيراتِ بلادِهم، وهذا كُلُّهُ من أنواعِ عذابِ الدنيا لتركِهم الجهادَ وإعلاءَ كلمةِ اللَّهِ (جلَّ وعلا). (العَذْبُ النَّمِيرُ مِنْ مَجَالِسِ

(الشَّنْقِيطِيِّ فِي التَّفْسِيرِ: 5/509 دار عالم الفوائد: 1426 هـ

আয়াতে আযাব দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়জগতের শাস্তি উদ্দেশ্য, কেননা শত্রুর মোকাবেলা না করলে মুসলমানরা দূর্বল হয়ে যাবে, শত্রুরা শক্তিশালী হয়ে যাবে, ফলে তারা মুসলিমভূমিতে এসে তাদের লাঞ্চিত-অপদস্থ করবে, যেমনটা বর্তমানে ঘটছে, মুসলিমরা কিংবা (বলা ভালো) মুসলিম নামধারী লোকেরা (চাই ইসলামের সাথে তাদের সম্পর্ক যতই দূর্বল হোক) পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কাফেরদের হাতে আযাব ভোগ করছে, কাফেররা তাদের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালাচ্ছে, তাদের হত্যা ও বন্দী করছে এবং তাদের সম্পদ লুট করছে, এই সবকিছুই জিহাদ পরিত্যাগের কারণে মুসলমানদের দুনিয়াবী শাস্তি। (আলআযবুন নামির, ৫/৫০৯)

এখানে লক্ষ্যনীয় হলো, হাদিসে জিহাদ পরিত্যাগ ও লাঞ্ছনাকে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ উম্মাহ যখনই জিহাদ ছেড়ে দিবে তখনই তার ভাগ্যাকাশ লাঞ্ছনার কালোমেঘে ছেয়ে যাবে, যদিও শক্তি না থাকা, ইমাম না থাকা বা এ জাতীয় শত বাহানায় সে জিহাদ পরিত্যাগ করে।

সুতরাং প্রিয় পাঠক, আমাদের সামনে শুধু দুটি পথই রয়েছে, হাদিসের বর্ণণা অনুযায়ী তৃতীয় এমন কোন পদ্ধতি নেই যার মাধ্যমে আমরা জিহাদও করবো না আবার সম্মান মর্যাদার সাথেও জীবনযাপন করতে পারবো, সুতরাং আপনি চিন্তা করুন, কোনটি বেছে নিবেন,

১. শক্তি না থাকার অজুহাতে হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন, না শক্তি অর্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন?

২. মুসলমানদের জন্য শক্তি অর্জনের গুরুত্ব তো বর্ণনা করবেন কিন্তু সাথে সাথেই এ দ্বায়িত্ব রাষ্ট্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত হয়ে যাবেন, নাকি নিজেরাও যথাসাধ্য শক্তি অর্জন করবেন?

৩. জিহাদের পূর্বে আত্মশুদ্ধি কিংবা আকিদার পরিশুদ্ধি করতে হবে, এ কথা বলবেন না জিহাদের মাধ্যমেই এবং জিহাদের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধি ও আকিদার পরিশুদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাবেন?

৪. ইমাম নেই বলে জিহাদ করা যাবে না, একথা বলবেন, না ইমাম না থাকলে দলগঠন করে একজনকে ইমাম বা আমির বানিয়ে নিবেন এবং প্রস্তুতি অর্জনের পর আমিরের

অধীনে জিহাদ শুরু করবেন?

যদি প্রথমটা করা হয় তাহলে হাদিসের সুস্পষ্ট ভাষ্য অনুযায়ী আমাদের লাঞ্চনা কখনোই ঘুচবে না, দু:খদূর্দশার এই ঘোর অমানিশা কিছুতেই কাটবে না। আর যদি দ্বিতীয় পন্থাটি অবলম্বন করা হয় তাহলে সম্মান ও মর্যাদার দিকে আমাদের পথচলা শুরু হবে, এবং ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই আমাদের হারানো গৌরব ফিরে আসবে, এটাই আল্লাহর তায়ালার ওয়াদা, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

হে ইমানদারগণ, আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার সন্ধান দিবো যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে মুক্তি দিবে, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ইমান আনবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জানমাল দিয়ে জিহাদ করবে, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, (হায়) যদি তোমরা তা জানতে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন,

তোমাদের প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে, এবং (প্রবেশ করাবেন) চিরস্থায়ী জান্নাতের উৎকৃষ্ট বাসস্থানে। এটাই মহা সফলতা। এবং তোমাদের দান করবেন এমন একটি নেয়ামত যা তোমরা (খুবই) পছন্দ করো, (অর্থাৎ) আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য এবং অত্যাসন্ন বিজয়। -সূরা সফ, ১০-১২